হোয়াইট হাউস
তথ্য সচিবের কার্যালয়

অবিলম্বে প্রকাশের জন্য

ডিসেম্বর ১, ২০০৯

ঘটনা পত্রঃ আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে সামনে যাবার পথ

আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য – প্রেসিডেন্টের ভাষণ দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করছে ২০০৯ সালের মার্চের মূল লক্ষ্যকেঃ আল্-কায়দা'র কার্যকলাপ ব্যাহত করা,ছিন্ন-ভিন্ন করা, এবং অবশেষে পরাজিত করা এবং তাদের আফগানিস্তানে বা পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করা। সেটা করার জন্য, আমরা ও আমাদের মিত্ররা সৈন্য বাহিনী বাড়াবো, বিদ্রোহের কারণগুলির দিকে নজর দেবো এবং নিরাপদ করবো গুরুত্বপূর্ণ জনসাধারনের কেন্দ্রগুলি,আফগান বাহিনীর প্রশিক্ষণ, একটি সক্ষম আফগান অংশীদারের কাছে দায়-দায়িত্বের হস্তান্তর, এবং পাকিস্তানীদের প্রতি আমাদের অংশীদারিত্বের বৃদ্ধি যারা একই হুমকীর সম্মুক্ষীন।

এই অঞ্চল হচ্ছে আল্-কায়দা কর্তৃক চালিয়ে যাওয়া বিশ্বময় সহিংস চরমবাদের অন্তঃস্থল এবং এটা সেই অঞ্চল যেখান থেকে ৯/১১'তে আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম। সেখানে বসে এখন নূতন আক্রমনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে,সাম্প্রতিক পরিকল্পনার একটি ঘটনা বেরিয়ে এসেছে,যেটি মার্কিন কর্তৃপক্ষ উন্মোচিত এবং ভন্ডুল করে দিয়েছে যেগুলি সে অঞ্চলে বসেই করা।আমরা তালেবানকে ঠেকাবো আফগানিস্তানকে আবার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে নেওয়া থেকে যাতে সন্ত্রাসীরা আমাদের ও আমাদের মিত্রদের উপর আর আঘাত হানতে না পারে।এটা মার্কিন আবাসভুমির উপর সরাসরি হুমকীর সৃষ্টি করবে, এবং সেটা এমন একটি হুমকী যা আমরা কখনোই বরদাশ্ত করতে পারবোনা। আল্-কায়দা পাকিস্তানে অবস্থান করছে যেখান থেকে তারা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমনের পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে এবং সেখানে তারা এবং তাদের চরমপন্থী মিত্ররা পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি হুমকীর সৃষ্টি করছে। পাকিস্তানে আমাদের লক্ষ্য হবে এটা নিশ্চিত করা যে আল্-কায়দা পরাজিত হবে এবং পাকিস্তান স্থিতিশীল থাকবে।

পর্যালোচনার প্রক্রিয়াঃ পর্যালোচনাটি ছিল একটি সুচিন্তিত এবং সুশৃংখল তিন-পর্যায়ের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে লক্ষ্যের বিন্যাস, সেইসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য পদ্ধতীগুলি, এবং সবশেষে প্রয়োজনীয় সম্পদ্গুলি। দশ সপ্তাহের উপর, প্রেসিডেন্ট তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা দলের সাথে নয়টি সভায় বসেছেন এবং পরামর্শ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ মিত্র এবং অংশীদারদের সাথে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সরকারগুলিও। প্রেসিডেন্ট নিবদ্ধ ছিলেন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করায়, সময় নিয়েছেন সতর্কতার সাথে সকল উপায়গুলি বিবেচনা করার, এবং একত্র করেছেন তার মন্ত্রীসভার নানবিধ প্রতিদ্বন্দ্বী মতামতকে কোন অতিরিক্ত মার্কিনীকে যুদ্ধে পাঠাতে সম্মত হবার পূর্ব পর্যন্ত।

এই পর্যালোচনার পরিণতীতে,আমরা আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে আরো দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হতে পেরেছি এবং আমাদের আঞ্চলিক বিষয়গুলির দিকে এগিয়ে যাবার এবং আন্তর্জাতিক সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে গড়ে তুলতে পেরেছি একটি সাধারন বোঝা-পড়া। অতি দ্রুত আমরা আফগানিস্তানে আরো সৈন্য পাবো, এবং এইসব অতিরিক্ত সম্পদের আমরা সুযোগ গ্রহণ করবো সেই

পরিবেশ সৃষ্টি করতে যাতে ২০১১ সালের গ্রীষ্মকালে যুদ্ধরত সৈনিকদের সংখ্যা কমিয়ে আনা শুরু করা যায়, সেই সাথে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সাথে অংশীদারীত্ব বজায় রাখবো ঐ অঞ্চলে আমাদের স্থায়ী স্বার্থকে সংরক্ষনের জন্য।

সভাগুলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয় এটা নিশ্চিত করায় যে কি করে এই অঞ্চল থেকে সর্বোত্তম উপায়ে আল্-কায়দা'র হুমকীকে নিশ্চিহ্ন করা যায় এবং আঞ্চলিক স্থিতীশীলতা ফিরিয়ে আনা যায়। আমরা খুব নিবিড়ভাবে দেখেছি আমাদের প্রচেষ্ঠার বিন্যাসকে এবং বেসামরিক ও সামরিক সম্পদের মধ্যকার ভারসাম্যকে, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান উভয় ক্ষেত্রেই, এবং মার্কিন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্ঠাগুলিকে।

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বেশ কিছু বিষয়ের সম্ভাব্যতা পরীক্ষাঃ জাতীয় স্বার্থ, মুল উদ্দেশ্যগুলি ও লক্ষ্যগুলি, পাল্টা-সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের অগ্রাধিকার,পাকিস্তানে সন্ত্রাসী দলগুলির নিরাপদ আশ্রয়স্থলগুলি,বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা মার্কিন সামরিক বাহিনীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা, সৈন্য বাহিনী পাঠানোর সাথে সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও ব্যয়, বিশ্বময় সৈন্য পাঠানোর আবশ্যকতাগুলি, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান উভয়ের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও প্রতিশ্রুতী,এবং সকল ক্ষেত্রে আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করার আফগান সামর্থ্য, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শাসন এবং দূর্নীতি (মাদক ব্যবসা সহ),এবং উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি।

মার্চ মাস থেকে কি পরিবর্তিত হয়েছেঃ মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট আমাদের প্রতীশ্রুতিগুলি নবায়নের যে ঘোষনা দিয়েছিলেন, তার পর থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে যেটা প্রশাসনকে চালিত করে তার আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতি রাখা ভুমিকাগুলিকে পর্যালোচনা করতেঃ নূতনভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয় আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতি,আফগানিস্তানে নূতন মার্কিন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, পাকিস্তান চরমপন্থীদের মোকাবেলায় প্রচেষ্ঠা বৃদ্ধি করে এবং আফগানিস্তানের পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারন করে।

আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নূতন বেসামরিক ও সামরিক নেতা পাঠিয়েছে, রাষ্ট্রদূত কার্ল আইকেনব্যারীকে আফগানিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত, এবং জেনারেল ষ্ট্যান্‌লী ম্যাক্‌ক্রিষ্টালকে আফগানিস্তানে আই-এস-এ-এফ সামরিক বাহিনীর নূতন কম্যান্ডার হিসেবে নিযুক্তির মধ্য দিয়ে। আফগানিস্তানে আসার পর, রাষ্ট্রদূত আইকেনব্যারী এবং জেনারেল ম্যাক্‌ক্রিষ্টাল উভয়েই কবুল করেছেন যে আট বছর ধরে চলা সরঞ্জাম ও সম্পদের স্বল্পতা পরিস্থিতিকে প্রত্যাশার চাইতেও খারাপ করেছে। কঠিন,প্রলম্বিত,আফগান নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং স্পষ্টতঃ আইনের শাসনের অনুপস্থিতির লক্ষণগুলি কাবুলের কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাবদ্ধতাকে পরিষ্কার করে তুলেছে।

ইতোমধ্যে,পাকিস্তানে, পাকিস্তানীরা জঙ্গীদের,যারা সোয়াত জেলার নিয়ন্ত্রন নিয়ে নিয়েছিল,যা কী-না ইসলামাবাদ থেকে মাত্র ৬০ মাইল দূরে, তাদের পরাস্ত করতে দেখিয়েছে নূতন দৃঢ়সঙ্কল্পতা।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা – বিরোধী দল সহ – পাকিস্তানী সামরিক অভিযানকে সমর্থন দিতে একত্র হয়েছে। এই শরৎকালে, পাকিস্তানীরা আফগানিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন ওয়াজিরস্তানের মেহসুদ গোত্র এলাকায় চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিস্তার ঘটিয়েছে।

সামনের পথ – প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অতিরিক্ত ৩০,০০০ মার্কিন সৈন্য আফগানিস্তানে পাঠাবার। এই সৈন্য বাহিনী – সংযুক্ত হবে ৬৮,০০০ মার্কিন এবং ৩৭,০০০ অ-মার্কিনী আই-এস-এ-এফ বাহিনী যারা ইতিমধ্যেই সেখানে আছে তাদের সাথে – পাঠানো হবে প্রথমে যে ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার চাইতেও দ্রুততার সাথে, যাতে করে আমরা বিদ্রোহকে

লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারি, এর গতিশীলতাকে ভেঙ্গে দিতে পারি এবং জনসাধারনের কেন্দ্রগুলিকে ভালোভাবে নিরাপদ করতে পারি।

আমরা এই বর্ধিত বাহিনী'র স্তরকে বজায় রাখবো আগামী ১৮ মাস পর্যন্ত। এই সময়কালে, আমরা নিয়মিত আমাদের অগ্রগতি পরিমাপ করবো। ২০১১ সালের জুলাই'র শুরুতে, আমরা শুরু করবো পরবর্তী পর্যায়টি যোদ্ধা বাহিনীকে আফগানিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনার পর্বটি। আফগানরা যখন তাদের নিজেদের নিরাপত্তা বিষয়ে দায়িত্ব নেবে, আমরা তখন আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীকে পরামর্শ এবং সহায়তা দান অব্যাহত রাখবো, এবং তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে অংশীদারিত্ব বজায় রাখবো,তাতে করে তারা এই প্রচেষ্ঠাকে অব্যাহত রাখতে পারবে। আফগানরা যুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত এবং শান্তি, ন্যায় বিচার এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আকাঙ্খী। আমরা তাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক উভয়েরই সমাপ্তি টেনে – আল্-কায়দা'র সাথে সম্পৃক্ত বিদেশী যোদ্ধাদের দ্বারা পুনঃদখলের সামান্যতম হুমকীতেও নয়।

দ্বিতীয়ত, এই প্রচেষ্টায় আমরা একা নই। এই যুদ্ধে আফগানরা আমাদের সাথে যোগ হতে থাকবে, এবং জেনারেল ম্যাকক্রিস্টালের দূর দৃষ্টি সম্পন্ন সহযোগিতার সর্বাত্নক প্রচেষ্টায় আমরা আরো আফগানকে তাদের দেশের ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য পাব। ন্যাটো(NATO) থেকেও আমরা বাড়তি সম্পদ পাব। এই মিত্ররা ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানে স্বেচ্ছায় তাৎপর্যপূর্ন অঙ্গিকার করেছে, এবং আগত দিন এবং সপ্তাহে - সৈন্যের, প্রশিক্ষনের এবং সম্পদের ব্যাপারে আমরা মিত্রদের সাথে বাড়তি অবদান রাখার জন্য আলোচনা করবো। এটা শুধু এই মিত্রদের বিশ্বাসযোগ্যতার পরীক্ষা নয় - যা বাজি রাখা হয়েছে তা অনেক বেশী মৌলিক। এটা নিরাপত্তার প্রশ্ন - লন্ডন এবং মাদ্রিদের; প্যারিস ও বার্লিনের; প্রাগ, নিউ- ইয়র্কের এবং আমাদের সবার সম্মিলিত সর্বাত্নক নিরাপাত্তা।

এবং সবশেষে, আমরা আমাদের সহযোগি জাতি সংঘ এবং আফগানবাসিদের সাথে কাজ করাবো, যাতে আমাদের বেসামরিক প্রচেষ্টাকে আরো শক্তিশালি করা যায়, যাতে আমরা আরো ভালো নিরাপত্তা স্থাপন করার পর আফগানিস্তানের সরকার এগিয়ে আসতে পারে। প্রেসিডেন্ট কারজাই'এর উদ্বোধনী বক্তৃতা সঠিক বার্তা পাঠিয়েছে, চলার জন্য নূতন দিক নির্দেশনা দিয়েছে, এতে সংযুক্ত তার অঙ্গিকার আছে পুনঃএকত্রিকরনের এবং ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা, আফগান আঞ্চলিক সহযোগিদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করা এবং ক্রমান্বয়ে আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব বাড়ানো। কিন্তু এখন আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে কাজ এবং অগ্রগতি। আমরা আমাদের প্রত্যাশা সম্পর্কে পরিস্কার থাকবো এবং আফগান মন্ত্রীদেরকে, গভর্নরদেরকে এবং স্থানীয় নেতাদেরকে যারা জনগনের জন্য নিবেদিত এবং দুর্নিতির বিরুদ্ধে কাজ করে আমরা উৎসাহ দিব এবং সাহায্য করবো। যারা জবাদিহিমূলক নয় এবং যারা তাদের দেশের জন্য এবং জনগনের সেবায় কাজ করছেনা আমরা তাদেরকে সাহায্য করবোনা। এবং আমরা কিছু বিষয়ে আমাদের সহযোগিতার দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো – যেমন, কৃষি –যা আফগান জনগনের জীবনযাত্রায় অবিলম্বে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলবে।

বেসামরিক সহযোগিতাঃ বেসামরিক বিশেষজ্ঞদের নিয়মত তাৎপর্যপূর্ন বৃদ্ধি বড় আকারের বাড়তি বেসামরিক সহযোগিতা বয়ে আনবে। তারা দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে আফগানদের সহযোগি হিসাবে মনে করবে এতে তাদের জাতীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতা বাড়াবে এবং আফগানদের প্রধান অর্থনৈতিক খাতকে পুন:উত্থানে সাহায্য করবে, যাতে আফগানরা বিদ্রোহীদেরকে পরাস্ত করতে পারে যারা শুধু তাদেরকে সহিংসতার প্রতিশ্রুতিই দেয়।

উগ্রপন্থীদের আবেদন হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য প্রবৃদ্ধি একটি স্বল্প মেয়াদি সুক্ষ উপায় এবং সুবিধাজনক দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য । আমাদের সর্বোচ্চ পুনঃনির্মানের অগ্রগন্যতা হচ্ছে এককালের প্রকম্পিত আফগান কৃষি খাতকে পুনরুদ্ধার করার জন্য পুনরায় সামরিক-বেসামরিক কৃষির কৌশল উদ্ভাবন করে তা কার্যকরি করা। এতে বিদ্রোহীদের যোদ্ধা পাওয়ার পথ বন্ধ হবে এবং পপি চাষ থেকে রোজগারও বন্ধ হবে।

সরকারি প্রশাসন পরিচালনার ব্যপারে আমাদের প্রচেষ্টা প্রাদেশিক, জেলা, এবং স্থানীয় পর্যায়ে আরো সাড়া দেয়া, দৃশ্যমান, জবাবদিহিমূলক স্থাপনা গড়ে তুলবে, যেখানে প্রতিদিন আফগানরা সরকারের মুখোমুখি হচ্ছে। আমরা আফগান সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা এবং বেশী জবাবদিহিতা সহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের পরিকল্পনাটি পুনরুজ্জিবিত করতে উৎসাহিত করবো এবং সমর্থন দেবো।

আমাদের রাজনৈতিক কৌশলের প্রধান উপাদান হবে আফগানদের নেতৃত্বের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা, যাতে যেসব যোদ্ধা আল-কায়দার আদর্শে সম্পৃক্ত নয়, যারা অস্ত্র নামাতে প্রস্তুত তাদেরকে একত্র করা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা।

পাকিস্তানে আমাদের সহযোগিঃ পাকিস্তানের সাথে সহযোগিতা আফগানিস্তানে আমাদের প্রচেষ্টার সাথে অবিচ্ছন্নভাবে সংযুক্ত। আমাদের দেশকে নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের একটি কৌশল দরকার যেটা আফগান-পাকিস্তান সীমান্তের উভয় দিকেই কাজ করবে। নিস্ক্রিয় থাকার মূল্য অনেক বেশী।

যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নিবেদিত যাতে যারা উভয় দেশের জন্য বৃহত্তর হুমকি হিসাবে প্রতিয়মান হয়, তারা তাদেরকে লক্ষ্য হিসাবে নির্বাচন করতে পারে। উচ্চ স্তরের সন্ত্রাসীদের জন্য একটি অভয় নিবাসে, যাদের অবস্থান জানা আছে এবং যাদের উদ্দেশ্য জানা আছে তাদেরকে কিছুতেই বরদাশত্ করা যাবে না। পাকিস্তানে, আমরা তাদের বেসামরিক সরকার এবং সামরিক নেতাদেরকে উগ্রবাদিদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের দেশ থেকে সন্ত্রাসীদের অভয় নিবাস সরিয়ে ফেলার জন্য উৎসাহ দিয়ে যাব।

আমাদের উভয়ের স্বার্থ এবং উদ্বেগের ব্যাপারে সরকারের এবং জনগনের মধ্যে সম্পর্কটি যেন আরো গভীর করা যায় সেজন্য আমরা এখন দৃষ্টি দিয়েছি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন স্থাপনাগুলোর দিকে। আমরা পাকিস্তানের সাথে কৌশলগত দীর্ঘ মেয়াদি সম্পর্কের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই অঙ্গীকারের সত্যতা প্রমান করার জন্য আমরা পাকিস্তানকে তাদের উন্নতি এবং গনতন্ত্রের সমর্থনে আগামী পাঁচ বছর ধরে প্রতি বছর ১.৫ বিলিয়ন ডলার দিচ্ছি এবং বিশ্বব্যাপী আরো অনুদানের সমর্থনে সবাইকে একত্র করার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছি। এই বড় ধরনের, সহযোগিতার এই দীর্ঘ মেয়াদী অঙ্গীকার উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলোর সমাধান দিবেঃ

(১) পাকিস্তানকে তাৎক্ষনিকভাবে তাদের শক্তি, পানি, এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে সাহায্য করা যাতে পাকিস্তানী জনগনের সাথে আমাদের সাহযোগিতা আরো গভীর হয় সেইসাথে উগ্রপন্থীদের আবেদন কমে আসে।

(২) পাকিস্তানকে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সংস্কারে সহযোগিতা করা যেটা পাকিস্তানকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক উন্নতি ও টিকে থাকার মত কাজ সৃষ্টি পথে নিয়ে যাবে, যেটা পাকিস্তনের দীর্ঘ মেয়াদী স্থিতিশীলতা এবং উন্নতির জন্য দরকার; এবং

(৩) পাকিস্তানকে তাদের সফলতার উপর গড়ে উঠার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে যাতে তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এবং উগ্রবাদিদের পবিত্র অবস্থানগুলো যেগুলো পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বৃহত্তর অঞ্চল এবং যা সারা বিশ্বের জনগনের জন্য হুমকি সেগুলো সরিয়ে ফেলতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি সহযোগিতা পাকিস্তানকে তার দীর্ঘ মেয়াদী উন্নতির ভিত্তি গড়তে সাহায্য করবে, এবং প্রদর্শনের করবে যে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানীদের প্রতি তাদের প্রতিদিনের জীবন ধারায় যা তাদেরকে প্রভাবিত করে সে সমস্যগুলো সমাধানের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ, এতে মার্কিন ও পাকিস্তানি জনগনের মধ্যে বন্ধন আরো মজবুত করবে, একই সময় যখন আমরা উগ্রপন্থী যারা পাকিস্তানকে হুমকি দেয় এবং যুক্তরাষ্ট্রকেও হুমকি দেয় তাদেরকে পরাজিত করার জন্য একসাথে কাজ করবো।

###